"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের সাগর বাবা তোমাদের রত্ন থালা ভরে-ভরে দেন, যত চাও নিজের ঝুলি ভরে নাও, সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যাও"

*প্রশ্নঃ - জ্ঞানমার্গের কোন্ বিষয়কে(কথা) ভক্তিমার্গেও পছন্দ করা হয়?

*উত্তরঃ - স্বচ্ছতা। বাচ্চারা, জ্ঞানমার্গে তোমরা স্বচ্ছ হয়ে যাও। বাবা তোমাদের ময়লা কাপড়কে স্বচ্ছ করে দিতে এসেছেন। আত্মা যখন স্বচ্ছ অর্থাৎ পবিত্র হয়ে যায় তখন ঘরে যাওয়ার জন্য, ওড়ার জন্য পাখা লেগে যায়। ভক্তিতেও স্বচ্ছতাকে অত্যন্ত পছন্দ করে থাকে। স্বচ্ছ হওয়ার জন্য গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে কিন্তু জলে আত্মা স্বচ্ছ হতে পারে না।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের স্মরণের যাত্রাকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। সকালে যেমন এটা প্র্যাকটিস করো, সেখানে কথা বলো না কারণ সে'টা হলো নির্বাণধামে যাওয়ার যুক্তি (পদ্ধতি)। পবিত্র হওয়া ব্যতীত তোমরা যেতে পারবে না, উড়তে পারবে না। এটাও বোঝো যে সত্যযুগ যখন আসে তখন কত অগণিত আত্মারা উড়ে চলে যায়। এখন তো কত কোটি কোটি আত্মারা রয়েছে। ওখানে সত্যযুগে গিয়ে কয়েক লাখই থাকবে। বাকি সকলেই উড়ে যায়। অবশ্যই কেউ তো এসে পাখা লাগিয়ে দেয়, তাই না ! এই স্মরণের যাত্রার দ্বারাই আত্মা পবিত্র হয়ে যায়। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই পবিত্র হওয়ার। পতিত-পাবনও একমাত্র বাবাকেই বলা হয়, আবার কেউ ঈশ্বর বলে, পরমাত্মা বলে অথবা ভগবান বলে। হলো তো একজনই, অনেক নয়। সকলের বাবাই হলেন একজন। লৌকিক বাবা সকলের নিজের-নিজের হয়। এছাড়া পারলৌকিক তো সকলের একজনই। সেই অদ্বিতীয় যখন আসেন তখন সকলকে সুখ দিয়ে যান। তারপর সুখে ওঁনাকে স্মরণ করার দরকারই নেই। সেও তো পাস্ট হয়ে গেছে, তাইনা ! এখন বাবা বসে পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচারের রহস্য বুঝিয়ে থাকেন। বৃক্ষের পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার অত্যন্ত সহজ। তোমরা জানো যে কিভাবে বীজের থেকে বৃক্ষ হয় তারপর বৃদ্ধি পেতে পেতে অবশেষে শেষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। একে বলা হয় আদি, মধ্য, অন্তের ভ্যারাইটি ধর্মের বৃক্ষ, ভ্যারাইটি ফিচারের (চেহারা) বৃক্ষ। সকলের ফিচার আপন আপন। ফুলেদের মধ্যে তোমরা দেখবে যেমন-যেমন বৃক্ষ তেমন-তেমন তার ফুল হতে থাকে, সেইসব ফুলের ফিচারস্ও (চেহারা) এক রকমের হবে। কিন্তু এই মনুষ্য সৃষ্টি-রূপী বৃক্ষের ভ্যারাইটি আছে। এখানে প্রত্যেকটি বৃক্ষের আপন-আপন শোভা রয়েছে। এই বৃক্ষেও অনেক প্রকারের শোভা রয়েছে। যেমন বাবা বোঝান -- শ্যাম সুন্দর, এ হলো দেবতাদের উদ্দেশ্যে। যখন ওনারা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয় তখন তারাই সুন্দর থেকে শ্যামবর্ণের হয়ে যায়। এমন শ্যাম-সুন্দর আর কোনো ধর্মে হয় না। ওদের ফিচারস্ও দেখো। জাপানীদের ফিচারস্, ইউরোপীয়ানদের ফিচারস্, চীনাদের ফিচারস্ দেখো। ইন্ডিয়ানদের চেহারা বদল হতে থাকে। তাদের উদ্দেশ্যেই শ্যাম-সুন্দরের গায়ন রয়েছে, আর কোনো ধর্মের উদ্দেশ্যে নেই। এ হলো মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষ। বিভিন্ন ধর্ম রয়েছে। তারা সকলে নম্বরের ক্রমানুসারে কিভাবে আসে, বাচ্চারা এই নলেজ তোরা এখনই পাও। আর কেউ এই কথা বোঝাতে পারে না। এই কল্প হলো পাঁচ হাজার বছরের। একে বৃক্ষ বলো বা দুনিয়া বলো, আধা-কল্প হলো ভক্তি, যাকে রাবণ রাজ্য বলা হয়ে থাকে। ৫ বিকারের রাজ্য চলে, কাম চিতায় চড়ে পতিত, শ্যামবর্ণের হয়ে যায়। রাবণ সম্প্রদায়ের চাল-চলন আর দৈবী সম্প্রদায়ের চাল-চলনের মধ্যে রাত দিনের পার্থক্য। মানুষ তাদের মহিমা কীর্তন করে, নিজেকে নীচ, পাপী বলে। অনেক প্রকারের মানুষ আছে। ভক্তি তো তোমরা অনেক করেছো। পুনর্জন্ম নিতে নিতে ভক্তিই করে এসেছো। প্রথমে থাকে অব্যভিচারী ভক্তি। একজনের ভক্তি সর্বপ্রথমে শুরু করে তারপর ব্যভিচারী ভক্তি হয়ে যায়। শেষে আবার একদমই ব্যাভিচারী হয়ে যায়। তখন বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করেন। যে জ্ঞানের দ্বারা সদগতি হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এটা না জানা রয়েছে ততক্ষণ ভক্তির অহংকার থাকে। এ'কথা জানা নেই যে জ্ঞানের সাগর হলেন অদ্বিতীয় পরমাত্মা। ভক্তিতে কত বেদ-শাস্ত্র স্মরণ করে মুখে মুখে শোনায়। এ'সব হলো ভক্তির বিস্তার। এ হলো ভক্তির শোভা। বাবা বলেন এই শোভা হলো মৃগতৃষ্ণার সমান। সেখানে বালি জলের মতো দূর থেকে এমনভাবে জ্বলজ্বল করে যেন রূপো। হরিণের তৃষ্ণা পায় তখন সে ওই বালিতে দৌড়াতে দৌড়াতে আটকে পড়ে। ভক্তিও হলো তেমনই, সেখানে সকলেই আটকে পড়ে। এর থেকে বেরোতে বাচ্চাদের পরিশ্রম করতে হয়। এতে বিঘ্নও ঘটে কারণ বাবা পবিত্র বানিয়ে দেন। দ্রৌপদীও ডেকেছে। সমগ্র দুনিয়াতেই দ্রৌপদী আর দুর্যোধন রয়েছে। তারপর এই রকমও বলা হবে যে তোমরা সকলেই হলে পার্বতী যারা অমরকথা শুনছো। বাবা তোমাদের অমরলোকের জন্য অমর কথা শোনাচ্ছেন। এ হলো মৃত্যুলোক। এখানে অকালে মৃত্যু হতেই থাকে। বসে বসে হার্ট ফেল হয়ে যায়। তোমরা হসপিটালে গিয়ে বোঝাতে পারো এখানে তোমাদের আয়ু কত কম, অসুখ-বিসুখ হয়ে

যায়। ওখানে অসুখ-বিসুখ থাকবে না।

ভগবানুবাচ -- নিজেকে আত্মা মনে করো, আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। অন্যদের থেকে মমত্ব দূর করে দাও তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তাহলে কখনো রোগগ্রস্ত হবে না। কাল গ্রাস করবে না। আয়ুও বৃদ্ধি পাবে। এই দেবতাদের আয়ু দীর্ঘ ছিল, তাই না ! তারপর দীর্ঘ আয়ু-সম্পন্নরা কোথায় গেলো? পুনর্জন্ম নিতে নিতে আয়ু কম হয়ে যায়। এ হলো সুখ-দুঃখের খেলা, একে কেউ জানে না। মেলা-প্রদর্শনাদি কত হয়। কুম্ভ মেলায় কত লোক স্নান করার জন্য গিয়ে একত্রিত হয় কিন্তু লাভ কিছুই নেই। প্রতিদিন তোমরা স্নান করো, জল তো সব জায়গায় সাগর থেকেই আসে। সবথেকে ভালো জল হলো কূঁয়োর। নদীগুলোতে কত আবর্জনা পড়তে থাকে। কূঁয়োর জল তো ন্যাচারাল শুদ্ধ হয়। তাহলে এর থেকে স্নান করা অনেক ভালো। প্রথমে এই রেওয়াজ ছিল। এখন নদীর রেওয়াজ হয়েছে। ভক্তি মার্গেও স্বচ্ছতাকে পছন্দ করে। এখন পরমাত্মাকে ডাকে যে এসে আমাদের স্বচ্ছ করো। গুরু নানকও পরমাত্মার মহিমা গায়ন করেছেন যে পূঁতিগন্ধময় কাপড় ধুয়ে দেন..... বাবা এসে অস্বচ্ছ কাপড়কে স্বচ্ছ করেন। এখানে বাবা আত্মাকে স্বচ্ছ করেন। ওরা তো আত্মাকে নির্লেপ মনে করে। বাবা বলেন - এ হলোই রাবণ রাজ্য। এ হলো সৃষ্টির অবতরণ কলা। গায়নও রয়েছে, 'তোমাদের উত্তরণ কলার জন্যই সকলের ভালো হয়ে যায়'। সকলের সদগতি হয়ে যায়। হে বাবা, তোমার দ্বারা সকলের ভালো হয়ে যায়। সত্যযুগে সকলের ভালো হয়। ওখানে সকলেই শান্তিতে থাকে, একটিই রাজ্য থাকে। সেই সময় আর সকলে শান্তিধামে থাকে। এখন এরা মাথা চাপড়াতে থাকে যে বিশ্বে শান্তি হোক। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো -- পূর্বে কখনো বিশ্বে শান্তি ছিল কী যে এখন আবার চাইছো? ওরা আবার বলে দেয় যে এখন কলিযুগের আরো ৪০ হাজার বছর পড়ে রয়েছে। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। কোথায় ৫ হাজার বছরের সম্পূর্ণ কল্প, কোথায় এক কলিযুগেরই ৪০ হাজার বছর বেঁচে রয়েছে বলে থাকে। অনেক মত রয়েছে। বাবা এসে সত্য বলেন যে জন্মও ৮৪-রই রয়েছে। লক্ষ লক্ষ বছর হলে তখন তো মানুষ জানোয়ার ইত্যাদিও হতে পারে, কিন্তু নিয়মই নেই। ৮৪ জন্ম মানুষই নিয়ে থাকে। তার হিসেব-নিকেশ বাবা বলে থাকেন। বাচ্চারা, এই নলেজ তোমাদের ধারণ করতে হবে। ঋষি মুনিরা তো নেতি-নেতি (না না) বলে গেছেন অর্থাৎ আমরা জানি না, তাহলে তো নাস্তিক হয়ে গেল। অবশ্যই কেউ আস্তিকও থাকবে। আস্তিক হলেন দেবতারা, নাস্তিক হয় রাবণ রাজ্যে। জ্ঞানের দ্বারা তোমরা আস্তিক হয়ে যাও তখন ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে যায়। তারপর জ্ঞানের দরকারই থাকে না। এখন হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ যখন আমরা উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ, স্বর্গের মালিক হতে চলেছি। এখানে যত যে পড়বে ততই উচ্চপদ লাভ করবে। লেখাপড়া করলে বিশ্বের মালিক হবে, নাহলে কম পদ প্রাপ্ত হবে। কিন্তু ওই রাজত্ব হলো সুখের, এখানে হলো দুঃখের। আস্তিক হলে তখন সুখের রাজত্ব করে। তারপর রাবণ আসার পর নাস্তিক হয়ে যায়, তখন দুঃখ আসে। ভারত যখন সলভেন্ট (ঐশ্বর্যশালী) ছিল তখন অগাধ ধন-সম্পদ ছিল। সোমনাথের মন্দির কত বড় করে নির্মাণ করা হয়েছিল। মন্দির নির্মাণের জন্য যদি এত পয়সা ছিল, তাহলে নিজেদের কাছে কত সম্পদ ছিল ! এই এত পয়সা কোথা থেকে পেয়েছে ? শাস্ত্রে লেখা রয়েছে -- সাগর থালা ভরে ভরে দিয়েছে। এখন জ্ঞানের সাগর তোমাদের থালা ভরে ভরে রত্ন দেন। এখন তোমাদের ঝুলি ভরপুর হচ্ছে। ওরা শঙ্করের সামনে গিয়ে বলে -- ঝুলি ভরে দাও, বাবাকে জানেই না। এখন তোমরা জানো -- বাবা আমাদের ঝুলি ভরে দিচ্ছেন। যার যত চাই সে ভরে নিক। যত ভালোভাবে পড়বে ততই স্কলারশিপ পাবে। চাইলে উচ্চ থেকেও উচ্চ দ্বিমুকুটধারী হও, চাইলে গরিব প্রজা বা দাস-দাসী। অনেকেই আছে যারা ছেড়েও চলে যায়, এও ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। বাবা বলেন আমার কোনো চিন্তা নেই। আমি তো চিন্তা থেকে মুক্ত। তোমাদেরকেও তৈরি করছি। স্বামী, সদ্গুরু হলেন চিন্তা থেকে মুক্ত, যিনি হলেন সকলের পিতা, ওঁনাকে মালিকও বলা হয়। বাবা বলেন -- আমি হলাম তোমাদের অসীম জগতের শিক্ষকও। ভক্তি মার্গে তোমরা অনেক টিচার্সদের থেকে অনেক পড়া পড়ো। বাবা যা তোমাদের পড়ান তা হলো সবথেকে আলাদা নলেজ। উনি হলেন জ্ঞানের সাগর, সর্ব জ্ঞাতা (যিনি সব জানেন) বলবে না। এরকম অনেকেই বলে -- তুমি তো আমাদের ভিতরের কথাও জানো। বাবা বলেন - আমি কিছুই জানিনা। বাচ্চারা, আমি তো তোমাদের পড়ানোর জন্য আসি, তোমরা অর্থাৎ আত্মারা নিজের এই আসনে বিরাজমান রয়েছো। আমিও এই আসনে বসে রয়েছি। আত্মা হলো কত ছোট বিন্দু - তা কেউ জানেই না। তবেই তো বাবা বলেন - প্রথমে আত্মাকে বোঝো তারপর বাবাকে বুঝবে। বাবা সর্বপ্রথমে আত্মার জ্ঞান বুঝিয়ে থাকেন। তারপর বাবার পরিচয় দেন। ভক্তিতে শালগ্রাম গড়ে পূজা করে তারপর নষ্ট করে দেয়। বাবা বলেন - এ'সব হলো পুতুলখেলা। যে এই সমস্ত কথাগুলি ভালোভাবে বোঝে, সে অন্যদেরও কল্যাণ করে। বাবা হলেন কল্যাণকারী, তাহলে বাচ্চাদেরকেও হতে হবে। কেউ তো অন্যদের কাঁদা থেকে তুলতে তুলতে নিজেই আটকে পড়ে মারা যায়। অপবিত্র হয়ে পড়ে, উপার্জনও নষ্ট করে ফেলে, সেইজন্য বাবা বলেন সাবধানে থেকো। কাম-চিতায় বসেই তোমরা কালো হয়ে গেছো। তোমরা বলবে - আমরাই গৌরবর্ণ ছিলাম,আমরাই শ্যামবর্ণের হয়ে গেছি। আমরাই দেবতা ছিলাম, আমরাই নিচে নেমে গেছি। নাহলে ৮৪ জন্ম কে নেয়? সেই হিসেব বাবা বুঝিয়ে থাকেন। বাচ্চাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়। অর্ধেকল্প ধরে

যে বিষয় সাগরে পড়ে রয়েছে তার থেকে বেরোনো মাসির ঘর নয়। যদি কেউ সামান্য জ্ঞানও গ্রহণ করে, তাহলেও তার বিনাশ হয় না। এ কথা হলোই সত্যনারায়ণ হওয়ার, তারপর প্রজাও হয়। অল্প বুঝে চলে যায়, হতে পারে পুনরায় এসে বুঝবে। ভবিষ্যতে মানুষের মধ্যে বৈরাগ্য আসবে। যেমন শ্মশানে বৈরাগ্য আসে, বাইরে গেলেই তখন সব শেষ। তোমরাও যখন বোঝাও, ভালো ভালো বলে, বাইরে গেলেই শেষ। বলে যে কাজ শেষ করে আসবো। বাইরে গেলেই মায়া মাথা মুড়িয়ে দেয়। কোটি-কোটির মধ্যে থেকে কেউ বেরোয়। রাজপদ প্রাপ্ত করা -- এতে পরিশ্রম আছে। প্রত্যেকেই নিজের মনকে (হৃদয়) জিজ্ঞাসা করো -- অসীম জগতের বাবাকে আমরা কতখানি স্মরণ করি? বলে, বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যায়। আরে, অজ্ঞান কালেও কখনো এইরকম বলতে কি যে আমরা বাবাকে ভুলে যাই।

বাবা বলেন - যতই তুফান আসুক তোমরা নড়বে না। তুফান আসবে, কেবল কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো খারাপ কর্ম করবে না। বাচ্চারা বলে -- বাবা, মায়া জাদু করে দিয়েছে। বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, স্মরণে থাকো তাহলেই জং বেরিয়ে যাবে। আত্মাতেই জং ধরে, তা বেরোবে স্মরণের দ্বারা। বাবাও হলেন বিন্দু। বাবার স্মরণ ব্যতীত আর কোনো উপায় নেই জং বের করে দেওয়ার। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) আমরা হলাম কল্যাণকারী বাবার সন্তান সেইজন্য নিজের এবং সকলের কল্যাণ করতে হবে। এমন কোনো কাজ যেন না হয় যাতে কিনা উপার্জন নষ্ট হয়ে যায়, এর জন্যই সাবধানে থাকতে হবে।

২) পড়াশোনা ভালোভাবে করে জ্ঞান রত্নের দ্বারা নিজের ঝুলি পরিপূর্ণ করে নিতে হবে। স্কলারশিপ নেওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। বাবার মতন চিন্তা থেকে মুক্ত, নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে হবে।

বরদানঃ- অনুভব শক্তির দ্বারা পুরানো স্বভাব, সংস্কারের থেকে আলাদা হয়ে মায়াজীত ভব

এই পুরানো দেহের স্বভাব আর সংস্কার হলো অত্যন্ত কড়া যা মায়াজীত হওয়াতে অত্যন্ত বিঘ্নরূপ ধারণ করে। স্বভাব-সংস্কাররূপী সাপ নাশ হয়ে যায় কিন্তু দাগ রয়ে যায় যা সময় পেলে বার-বার ধোঁকা দিতে থাকে। অনেকবারই মায়ায় এত বশীভূত হয়ে যায় যে ভুলকে ভুলও মনে করে না। পরবশ হয়ে যায়। সেইজন্য চেক্ করো আর অনুভব শক্তির দ্বারা লুকানো পুরোনো স্বভাব, সংস্কারের থেকে আলাদা হয়ে যাও তবেই মায়াজীত হবে।

স্লোগানঃ- আমার আমার এর অনেক সম্পর্ককে সমাপ্ত করাই হলো ফরিস্তা হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;